تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر و حفظ العمر

রিসালাহ্দ্বয়ের অনুবাদ

সময়ের হেফাযত জীবনের হেফাযত

ইমাম ইবনুল জাওযী রাহ.

আহমাদ রফিক

অনূদিত

মাকতাবাতুল আসলাফ

ভেতরের পাতায়

সময়ের হেফাযত, জীবনের হেফাযত

০৭ | ইমাম ইবনুল জাওযী : সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম

১৩ | লেখকের ভূমিকা

১৬ | প্রথম অধ্যায় : জীবনের মূল্য ও তার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার

২১ | দ্বিতীয় অধ্যায় : যারা সময়ের সাথে প্রতিযোগিতা করে, প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগিয়েছেন

৩৭ | তৃতীয় অধ্যায় : সময় নষ্টের 'প্রেরণা'

জীবনের পাঁচ মৌসুম

ভূমিকা | ৫৩

জীবনের মৌসুমগুলো কী কী? | ৫৫

প্রথম মৌসুম–শৈশব-কৈশরে করণীয় | ৫৬

দ্বিতীয় মৌসুম–যৌবনে করণীয় | ৬২

তৃতীয় মৌসুম–প্রাকবার্ধক্য | ৭০

চতুর্থ মৌসুম–বার্ধক্য | ৭৩

পঞ্চম মৌসুম–পরম বার্ধক্য | ৭৯

সময়ের হেফাযত, জীবনের হেফাযত

ইমাম ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ

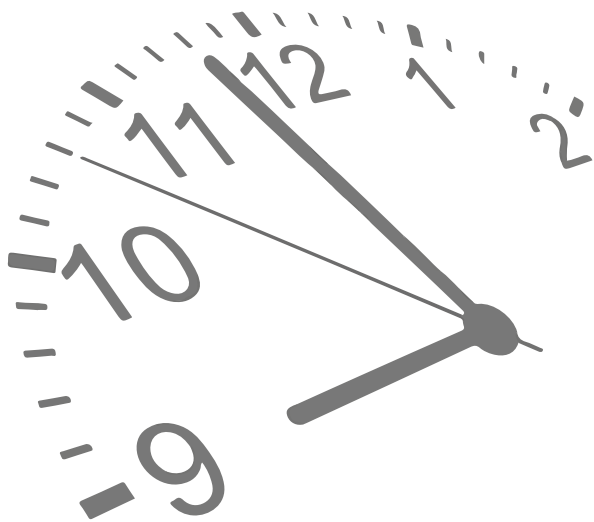

বিসমিহী তাআলা

লেখকের ভূমিকা

ইমাম আবদুর রহমান আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

সমস্ত প্রশংসা তাঁর, যিনি মানুষের ইহজীবনকে আখেরী গন্তব্যের সফর ও যাত্রা বানিয়েছেন। এ যাত্রা কারো হয় দীর্ঘ, কারো সংক্ষিপ্ত। যাত্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমলের দ্বারা পুঁজি সংগ্রহ করে। এতে যারা সজাগ ও আত্মসচেতন তারা সংগ্রহ করে নিয়ে যায় অনেক কিছু, হয় বিরাট লাভবান। আর যারা উগ্র তারা হয় ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত। এই শ্রেণী দিনশেষে ফেরে নিঃস্ব-মিসকীন হয়ে। মূলত, পথ চলার সময় রাস্তায় শাহওয়াতের ফাঁদ তাদের সামনে পড়ে। আর তারা তাদের জাহালাত ও অজ্ঞতাবশত সেই ফাঁদে পা দিয়ে নফসের কাছে বন্দী হয়ে যায়। তখন কামনা-বাসনার হিংস্র পশুরা তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। তাদের জীবনে নেমে আসে লাঞ্ছনার অন্ধকার। অথচ এ সময় কুরআন ও হাদীস তাদের বার বার সতর্ক করেছিল। নফসের বিপরীতে যুদ্ধের সংকল্প আঁটতে বলেছিল। একজন মালিক যেমন তার কর্মচারীকে উৎসাহ দিয়ে দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়, সেভাবে অজস্র বার কুরআন-হাদীস তাদের উৎসাহ দিয়েছিল!

وَ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا

> *অর্থ : আর তিনি দিন ও রাতকে পরস্পরের অনুগামী করেছেন; যারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায় অথবা কৃতজ্ঞ হতে চায় তাদের জন্য।*[১]

আমি তাঁর প্রশংসা করছি, যে প্রশংসা আলোর ফোয়ারা এবং সর্বত্র প্রসিদ্ধ। এবং তার প্রেরিত রাসুলের উপর দরুদ পাঠ করছি, যিনি ছিলেন সতর্ককারী এবং সুসংবাদদাতা। দরুদ পাঠ করছি তার পরিবারবর্গ, সাহাবাবর্গ এবং অনুসারীবর্গের উপরও। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর সর্বোত্তম অনুসরণের তাওফীক দান করুন।

وَ كَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا

> *অর্থ : আর আপনার রব সর্বময় ক্ষমতাবান।*[২]

পরকথা হলো—আমি বিশ্বাস করি, মানুষের 'জীবন' তার হাতে থাকা সীমিত পুঁজি। অথচ কি আশ্চর্য, মানুষ এ নিয়েও শিথিল ও নির্বিকার। যেন তারা জানেই না যে, দুনিয়াকে একদিন ছেড়ে যেতে হবে এবং জীবনের পরম গন্তব্য হচ্ছে আখিরাত। হ্যাঁ, এটা তো সত্য যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ হিম্মত অনুযায়ী-ই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। আর হিম্মতের কম-বেশি হবে আখিরাতের প্রতি ঈমানের অনুগামিতার অনুপাতে। ফলে যে তার ঈমানের পরিপূর্ণ অনুগামী হবে সে হবে খুব নিরলস, পরিশ্রমী। একইভাবে যে বিশ্বাস করবে, রাস্তা অনেক দীর্ঘ সে অবশ্যই সেজন্য নেবে প্রস্তুতি। পক্ষান্তরে যার জ্ঞানের স্বল্পতা থাকবে সে পথিমধ্যে হোঁচট খাবে, অলসতা করবে।

[১] সূরা ফুরকান : ৬২।
[২] সূরা ফুরকান : ৫৪।

এই কিতাবটিকে আমি তিন অধ্যায়ে ভাগ করেছি।

প্রথম অধ্যায়—জীবনের মূল্য ও তার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার।

দ্বিতীয় অধ্যায়—যারা সময়ের সাথে প্রতিযোগিতা করে, প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগিয়েছেন।

তৃতীয় অধ্যায়—সময় নষ্টের 'প্রেরণা'।

প্রথম অধ্যায়

জীবনের মূল্য ও তার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয় সুস্বাস্থ্য এবং অবসর আল্লাহর দুই শ্রেষ্ঠ নেয়ামত, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এক্ষেত্রে আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার।' [১]

শাদ্দাদ ইবনু আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বুদ্ধিমান মুমিন সে, যে অহরহ নিজের হিসাব নিতে থাকে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করতে থাকে। আর অক্ষম হলো, যে নিজেকে মনের দাস বানিয়ে রাখে আর আল্লাহর উপর বিভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা করে হাত গুটিয়ে বসে থাকে।' [২]

---

[১] মুসনাদু আহমাদ : ১/২৫৮, ৩৪৪; সহীহ বুখারী : ৬৪১২।

মুসান্নিফ রাহিমাহুল্লাহ তার 'কাশফুল মুশকিল মিন হাদীসিস সহীহাইন' (২/৪৩৭) গ্রন্থে বলেন, ' কখনো এমন হয় যে, ব্যক্তি সুস্থ আছে, কিন্তু জাগতিক ব্যস্ততার দরুন ইবাদতের জন্য সুযোগ করে উঠতে পারছে না। আবার কখনো এমন হয় যে, ব্যক্তি অবসর আছে, কিন্তু অসুস্থতার দরুন ইবাদতের জন্য সুযোগ করে উঠতে পারছে না। কিন্তু, যখন সুস্থতা ও অবসর দুটোই থাকে তখনও যদি অলসতা করা হয়, সেটিই হলো 'আত্মপ্রবঞ্চনা'। আর তা কীভাবে মেনে নেওয়া যায়, যেখানে দুনিয়া হচ্ছে লাভের বাজার আর সে তুলনায় জীবনের আয়ু খুবই কম ও আমলের প্রতিবন্ধকের নেই অভাব?'

[২] আয যুহদ, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক : ১৭১; তার সূত্রে মুসনাদু আহমাদ : ৪/১২৪; সুনানুত তিরমিযী : ২৪৫৯; আল-মুজামুল কাবীর, তাবারানী : ৭১৪৩; মুসতাদরাকু হাকিম : ১/৫৭, ৪/২৫১। এর সনদ যঈফ। হাদীসের রাবী আবু বকর ইবনু আবী মারইয়াম 'যঈফুল হাদীস'।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

'সাত জিনিসের পূর্বেই তোমরা আমল করে নাও। নতুবা তোমরা কি অপেক্ষায় থাকবে যে, এমন দারিদ্র্য এসে যাক, যা ইসলামের আদেশ পালনের কথা বিস্মৃত করে রাখে? অথবা এমন ধন-দৌলত হোক, যা ইসলামের সাথে বিদ্রোহ করতে ধাবিত করে? অথবা এমন ব্যাধি হয়ে যাক, যা শরীর দুর্বল করে দেয়? অথবা এমন বার্ধক্য আসুক, যা বোধ-বুদ্ধি লোপ করে? অথবা হঠাৎ মরণ এসে যাক, অথবা দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটুক? তবে তো নিকৃষ্টতর বিষয়েরই অপেক্ষা হবে সেটি। অথবা(তোমরা কি অপেক্ষায় থাকবে যে) কিয়ামত এসে যাক? কিয়ামত তো অত্যন্ত বিভীষিকাময় ও তিক্ত।'[১]

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আজ প্রতিযোগিতার দিন আগামীকাল শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দিন এবং তার চূড়ান্ত গন্তব্য হচ্ছে জান্নাত। সুতরাং যে জাহান্নামে প্রবেশ করবে সে ধ্বংস।[২]

---

[১] সুনানুত তিরমিযী : ২৩০৭; আল-কামিল, ইবনু আদী : ৬/২৪৩৪। এর সনদ যঈফ। হাদীসের রাবী মুহরিয ইবনু হারূনকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম 'যঈফ' আখ্যা দিয়েছেন। কেউ কেউ 'মাতরূক' ও বলেছেন।

তবে সহীহ মুসলিমে একটি বিশুদ্ধ হাদীস আছে, যা এই হাদীসের মর্মসমৃদ্ধ। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এই ছয় জিনিসের আগেই তোমরা আমল করে নাও; পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ঘটা অথবা ধোঁয়া বের হওয়া অথবা দাজ্জাল চলে আসা অথবা দাব্বাতুল আরদের আত্মপ্রকাশ হওয়া অথবা তোমাদের মৃত্যু চলে আসা অথবা কিয়ামত কায়েম হওয়া।'

[২] আল-মুজামুল কাবীর, তাবারানী : ১২/১১৮, ১১৯; আল-কামিল, ইবনু আদী : ১/৩৫৯; তারীখু বাগদাদ, খতীব বাগদাদী : ৭/৭১; আল-আমালী, ইবনু সামউন : ২১; আল-হাদাইক, ইবনুল জাওযী : ৩/২২৪। এর সনদ অত্যন্ত যঈফ। হাইসামী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সনদের রাবী আশরাম ইবনু হাওশাব 'মাতরূক'— মাজমাউয যাওয়াইদ : ১০/২২৮।

আবদুল্লাহ ইবনু উকাইম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'আমাদের সামনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ভাষণ দিলেন। তাতে বললেন, "আমি তোমাদের আল্লাহর ভয়ের ওসীয়ত করছি। তোমরা তোমাদের জীবন ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই প্রতি মুহূর্তের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও। সময়ের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হলে তোমাদেরকে নিকৃষ্টতম কাজে লাগিয়ে দেওয়া হবে। কেননা, এমন কিছু মানুষ আছে, যারা তাদের জীবনকে অন্যদের আমোদের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছে এবং নিজেদের কথা ভুলে গিয়েছে। আমি তোমাদেরকে তাদের মতো হতে সতর্ক করছি।' আহা! মুক্তির চিন্তা করো, মুক্তির চিন্তা করো! নিশ্চয় তোমাদের পেছনে এমন এক অনুসন্ধানকারী নিযুক্ত আছেন, যার গতি খুব ক্ষিপ্র।'[১]

সাবিত ইবনুল হাজ্জাজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদের বললেন, "তোমরা নিজেরাই নিজেদের হিসাব নাও, জিজ্ঞাসিত হওয়ার আগে। এবং নিজেদের আমলের পরিমাপ করে নাও, মীযানে পরিমাপ করার আগে। আর মহাউপস্থিতির দিনের জন্য প্রস্তুতি নাও।"'[২]

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

> *অর্থ : সেদিন তোমাদের উপস্থিত করা হবে, তোমাদের কোনো গোপনই গোপন থাকবে না।*[৩]

মালিক ইবনুল হারিস বলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

[১] আয-যুহদ, হান্নাদ ইবনুস সারী : ৪৯৫; মুসান্নাফু ইবনি আবী শাইবাহ : ১৩/২৫৮।
[২] আয-যুহদ, ইমাম আহমাদ : ১২০; মুহাসাবাতুন নাফস, ইবনু আবিদ দুনইয়া : ২; হিলয়াতুল আউলিয়া, আবু নুআইম : ১/৫২; আল-হাদাইক, ইবনুল জাওযী : ৩/১৮৫।
[৩] সূরা হাককাহ : ১৮।

'ধীর-স্থিরতা সব ক্ষেত্রেই কল্যাণকর, তবে আখিরাতের বিষয়ে নয়।' [১]

মুসাইয়িব ইবনু রাফি থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ বলেন, 'এমন ব্যক্তিকে দেখে আমার খুব রাগ হয়, যে না দুনিয়ার কোনো কাজে লিপ্ত, না আখিরাতের কোনো কাজে!' [২]

ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, 'তোমরা দিন-রাতের যাত্রাপথে আছ। তোমাদের হাতে সময় কম এবং কাজ সুনির্দিষ্ট। মৃত্যু হঠাৎ চলে আসবে। সুতরাং এর ভেতরেই যে কল্যাণের বীজ বপন করতে পারবে সে তার কাঙ্ক্ষিত ফসল হাতে পাবে, আর যে অকল্যাণের বীজ বপন করবে তার গোলা ভরবে লজ্জা ও লাঞ্ছনা দিয়ে। কেননা, প্রত্যেক কৃষক তা-ই পায় যা সে চাষ করে।' [৩]

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'ধীরতা অলসতাকে বিয়ে করেছে। আর তাদের ঘরে দরিদ্রতার জন্ম হয়েছে।' [৪]

হাসান বাসরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'দুনিয়ার এমন কোনো দিন নেই, যে ডেকে ডেকে এ কথা বলে না যে, "হে মানুষ, আমি নতুন এক দিন। আজ যা করবে সে ব্যাপারে আমি সাক্ষী হব। যদি আজ সূর্য অস্ত চলে যায় তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত আমি আর তোমাদের মধ্যে ফিরে আসব না।"' [৫]

[১] আয-যুহদ, ইমাম আহমাদ : ১১৯; কসরুল আমাল, ইবনু আবিদ দুনইয়া : ১৩৯।

[২] আয-যুহদ, ওয়াকী ইবনুল জাররাহ : ৩৬৯; আয-যুহদ, ইমাম আহমাদ : ১৫৯।

[৩] আয-যুহদ, ইমাম আহমাদ : ১৬১; হিলয়াতুল আউলিয়া, আবু নুআইম : ১/ ১৩৪।

[৪] আল-হাদাইক, ইবনুল জাওযী : ৩/২২৮। এই কিতাবের আরেকটি পান্ডুলিপিতে এর পরে আছে—

আর ধীরগামিতা তার সন্তানকে বিয়ে দিয়েছে। মোহর হিসেবে দিয়েছে বিছানা ও আরামের আসবাব। আর বলেছে, যদি বেঁচে থাক তাহলে তোমাদের ঘরেও দরিদ্রতা জন্ম নেবে।

[৫] আল-হাদাইক, ইবনুল জাওযী : ৩/২৩৪।

আবু বকর ইবনু আইয়াশ বলেন, 'একটি দিরহাম পড়ে গেলে মানুষ হতাশ হয়ে বলতে থাকে, "ইন্নালিল্লাহ! আমার এক দিরহাম হারিয়ে গেল।" অথচ দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, এ কথা বলছে না যে, "হায়! আমার দিনটি চলে গেল, আমি তো কোনো আমল করতে পারিনি।"'[১]

আউন ইবনু আবদিল্লাহ বলেন, 'ওই ব্যক্তি মৃত্যুকে তার যথাযথ অবস্থানে অনুভব করতে পারেনি, যে আগামীকাল-কেও তার জীবনের অংশ মনে করেছে। কত এমন ভবিষ্যৎ-এর আশাবাদীকে দেখেছি, যে তার ভবিষ্যতকে দেখে যেতে পারেনি। কত এমন মানুষ ছিল, যে আগামীকাল বেঁচে থাকার আশা করেছিল, কিন্তু আগামীকাল-কে আর দেখতে পায়নি। হায়! যদি তোমরা মৃত্যুকে এবং মৃত্যুর ক্ষিপ্র গতির ধাবমানতাকে দেখতে তাহলে এইসব আশাবাদ ও প্রবঞ্চনা ছুঁড়ে ফেলতে।'[২]

রাবেয়া বাসরী রাহিমাহাল্লাহ সুফিয়ানকে বলেন, 'তুমি তো কয়েকটি দিনের সমষ্টি মাত্র। যদি তোমার এক দিন চলে যায় তাহলে তোমার একটি অংশই চলে যায়। আর এভাবে চলে যেতে যেতে হঠাৎ সম্পূর্ণ সমষ্টিটিই শেষ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং যখনই যে ইলম অর্জন করবে তখন থেকেই তার ওপর আমল করতে শুরু করে দাও।'[৩]

[১] হিলয়াতুল আউলিয়া, আবু নুআইম : ৮/৩০৩।
[২] সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১০৩।
[৩] আল-হাদাইক, ইবনুল জাওযী : ৩/২২৫।